দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 OCT 1989
পৃষ্ঠা ১ কলাম 9

8

081

এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলে হতাশার সৃষ্টি করেছে

।। সৈয়দ মেসবাহ উদ্দিন ।।

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার এবারের ফলাফল শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলে হতাশার সৃষ্টি করেছে। ৪টি বোর্ডের গড় পাসের হার মাত্র ২৪ দশমিক ৮৪। অর্থাৎ শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী এবছর অকৃতকার্য হয়েছে।

এবছর পাসের হার আশংকাজনকভাবে কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেছেন, পরীক্ষার পদ্ধতি সংস্কারের জন্য এবছর কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো। অভিভাবক এবং দেশের শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের অভিমত, পাসের হারে

২-এর পৃঃ দেখুন

হতাশার সৃষ্টি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হঠাৎ করে ব্যবধান শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। গত কয়েক বছরে পাসের হারে মোটামুটি সামঞ্জস্য থাকলেও এ বছরের ফলাফল হঠাৎ করে নেমে গেছে। এতে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা বিরাট আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও অনেকের জন্য বিপর্যয় নেমে আসবে।

প্রকাশ, গত বছর অর্থাৎ ১৯৮৮ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ৪টি বোর্ডে সম্মিলিত পাসের হার ছিলো ৪৩ দশমিক ২১ ভাগ। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ৫৭ দশমিক ৭৫ ভাগ, কুমিল্লা বোর্ডে ৫১ দশমিক ৭০ ভাগ, রাজশাহী বোর্ডে ৩৪ দশমিক ৬২ ভাগ এবং যশোহর বোর্ডে ২৮ দশমিক ৭৯ জন উত্তীর্ণ হয়।

১৯৮৭ সালে ৪টি বোর্ডে সম্মিলিত পাসের হার ছিলো ৪৭ দশমিক ৪৭। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে পাসের সংখ্যা ছিলো ৫২ দশমিক ৩৩ ভাগ, কুমিল্লা বোর্ডে ৫৪ দশমিক ০৫ ভাগ, রাজশাহী বোর্ডে ৪১ দশমিক ১৬ ভাগ এবং যশোহর বোর্ডে পাস করে ৪১ দশমিক ৮৫ ভাগ।

১৯৮৬ শিক্ষা বছরে ৪টি বোর্ডে সম্মিলিত পাসের হার ছিলো ৫৭ দশমিক ২১ ভাগ। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ৪৮ দশমিক ৪২ ভাগ, কুমিল্লা বোর্ডে ৬১ দশমিক ৬৯ ভাগ, রাজশাহী বোর্ডে ৬২ দশমিক ২৭ ভাগ এবং যশোহর বোর্ডে ৫৬ দশমিক ৪৬ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়।

গত ৪ বছরের তুলনায় এ বছরের ফলাফল ছাত্র ও অভিভাবকদের আরো বেশী হতাশ করেছে। এর পিছনে অর্থনৈতিক ক্ষতিটাই সবচেয়ে বেশী।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রতি বছর এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় যে পরিমাণ পরীক্ষার্থী ফেল করে, তাতে অভিভাবক ও রাষ্ট্রের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় একশ' কোটি টাকা। এবছর এইচএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্যের হার পূর্বের তুলনায় আরো বেশী হওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ আরো বেশী হবে।

অভিভাবকদের অভিমত হলো, পরীক্ষার আগে টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই অভিভাবকগণ এবং শিক্ষার্থীরা আশা করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। এই আশায় প্রাইভেট শিক্ষক রেখে লেখাপড়া করতে প্রচুর টাকা খরচ করতে হয়। এই অবস্থায় যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারে সে ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থীদের বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই পরীক্ষা পদ্ধতি বা শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার যেটাই করা হোক না কেন সার্বিক বিষয় চিন্তা-ভাবনা এবং সঠিক পদক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে।